Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও গণতন্ত্রের সংঘাত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আমিনা খাতুন

রোলঃ 228021087

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও গণতন্ত্রের সংঘাত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আমিনা খাতুন

রোলঃ 228021087

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলাম ও গণতন্ত্রের সংঘাত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আমিনা খাতুন, আইডিঃ 228021087 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলাম ও গণতন্ত্রের সংঘাত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আমিনা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

আমিনা খাতুন

আইডিঃ 228021087

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা : 6

গবেষণার উদ্দেশ্য 7

অধ্যায় ২: ইসলামি শাসনব্যবস্থার মূলনীতি 8

অধ্যায় ৩: গণতন্ত্রের ইতিহাস ও তাত্ত্বিক ভিত্তি...11

অধ্যায় ৪: ইসলাম ও গণতন্ত্রের আদর্শগত পার্থক্য 16

অধ্যায় ৫: কুরআন ও হাদীসের আলোকে গণতন্ত্রের পর্যালোচনা 22

অধ্যায় ৬: সমকালীন মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও গণতন্ত্রের সংঘাত 25

অধ্যায় ৭: ইসলাম ও গণতন্ত্র প্রসঙ্গে সমকালীন আলেমদের মতামত.................28

অধ্যায় ৮: ইসলামী খেলাফত বনাম গণতন্ত্র — তুলনামূলক বিশ্লেষণ 30

উপসংহার 33

শেষ কথা...35

রেফারেন্স..36

ভূমিকা :

আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোনীত দ্বীন ইসলামকে রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর মাধ্যমে পূর্ণতা দান করেছেন। তিনি মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতে এবং নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন অন্য দ্বীন অন্বেষণ করতে। সুতরাং কোন মুমিনের সুযোগ নেই ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করার। সুযোগ নেই এ দ্বীনের মধ্যে কিছু সংযোজন, বিয়োজন কিংবা পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার।
আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

"ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين"

(সূরা আলে ইমরান: ৮৫)

অনুবাদ:
"আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনোই তার নিকট গ্রহণ করা হবে না, এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"
তাফসিরসংক্ষেপ:
এই আয়াতে আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা (দ্বীন)। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মতবাদ, ধর্ম বা জীবনপদ্ধতি আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। যেই ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামের বাইরে অন্য কোনো মতবাদ অনুসরণ করে, তার পরিণতি হবে চিরন্তন ক্ষতি এবং আখিরাতের ধ্বংস।
দুনিয়াবি চিন্তার জায়গা হতেও একজন গোলামের জন্য তার মালিকের দেওয়া জীবনব্যাবসথা হতে আর কোনো ব্যাবসথা কখনোই কল্যাণকর হতে পারেনা।
বিশ্ব রাজনীতির আধুনিক ইতিহাসে গণতন্ত্র একটি জনপ্রিয় ও স্বীকৃত শাসনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে জনগণের মতামতই সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে, ইসলাম একটি আসমানি জীবনব্যবস্থা, যার শাসন কাঠামো আল্লাহ প্রদত্ত কুরআন ও রাসূল (সাঃ) প্রদত্ত সুন্নাহর উপর নির্ভরশীল। এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে মূল আদর্শগত পার্থক্য রয়েছে — একদিকে মানুষের মত, অপরদিকে আল্লাহর বিধান।এ গবেষণায় আমি গণতন্ত্রের দোষসমূহ এবং ইসলামের সাথে সংঘাতের বিষয়সমূহ আলোচনা করার চেষ্টা করবো, বিইযনিললাহ।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো:

- ইসলাম ও গণতন্ত্রের আদর্শিক মূলনীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা।
- কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামি শাসনব্যবস্থার কাঠামো ব্যাখ্যা করা।
- গণতান্ত্রিক মতবাদ ইসলামের কোন কোন নীতির সাথে সাংঘর্ষিক তা নির্ণয় করা।
- সমকালীন মুসলিম সমাজে এই দ্বন্দ্বের বাস্তবতা তুলে ধরা।

অধ্যায় ২: ইসলামি শাসনব্যবস্থার মূলনীতি

২.১ সার্বভৌমত্ব: আল্লাহর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব

ইসলামের শাসনতন্ত্রের ভিত্তি হলো—আল্লাহ তাআলার একচ্ছত্র সার্বভৌমত্ব। ইসলামে মানুষের বানানো কোনো আইন আল্লাহর বিধানের উপর স্থান পায় না।

কুরআনের ভাষায়:

"ফয়সালার অধিকার একমাত্র আল্লাহর।" (সূরা ইউসুফ: ৪০)

"তোমাদের কোনো নারীর ও পুরুষের জন্যই এটা জায়েজ নয় যে, যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ের ফয়সালা করে দেন, তখন সে বিষয়ে নিজেদের মত পেশ করে।" (সূরা আল-আহযাব: ৩৬)

সুতরাং ইসলামি রাষ্ট্রে আইনের উৎস কেবলমাত্র আল্লাহর ওহী (কুরআন ও সুন্নাহ)।

২.২ কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক শাসন

ইসলামে শাসনব্যবস্থার প্রকৃত বৈধতা আসে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে। রাসূল (সা.) বলেছেন:

"আমি তোমাদের মাঝে দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন তা ধরবে, পথভ্রষ্ট হবে না—আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।" (মুয়াত্তা মালিক)

ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনায় সব সিদ্ধান্ত ও আইন এই দুই উৎসের আলোকে নির্ধারিত হয়।

২.৩ খেলাফত: নবুয়তের পর রাষ্ট্রীয় কাঠামো

খিলাফত মানে এমন একটি নেতৃত্ব, যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দেখানো পথে জনগণকে পরিচালনা করে। হাদীসে এসেছে:

"খিলাফত হবে নবুয়তের আদর্শে।" (মুসনাদে আহমদ)

খুলাফায়ে রাশিদিন এই শাসনব্যবস্থার উজ্জ্বল উদাহরণ। তাদের শাসন ছিল কুরআন ও সুন্নাহর বাস্তব প্রতিফলন।

২.৪ শূরা: পরামর্শমূলক শাসন পদ্ধতি

ইসলামে নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তি (খলিফা বা আমীর) একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগ করেন না; বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণে যোগ্য পরামর্শদাতাদের পরামর্শ গ্রহণ করা ফরজ।

আল্লাহ বলেন:

"তাদের কাজ পরস্পরের পরামর্শে পরিচালিত হয়।" (সূরা আশ-শূরা: ৩৮)

তবে এই শূরা কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে গিয়ে কোনো ফতোয়া বা আইন তৈরি করতে পারে না।

২.৫ শরিয়াহ আইন প্রতিষ্ঠা

ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য হলো আল্লাহর শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করা:
"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা জালিম।" (সূরা মায়েদা: ৪৫)
সুতরাং, আইন প্রণয়নে কোনো মানবীয় মতবাদ, যেমন সেক্যুলারিজম বা গণতন্ত্র, ইসলামি কাঠামোতে গ্রহণযোগ্য নয়।

২.৬ ইনসাফ (ন্যায়বিচার) ও তাকওয়া (আল্লাহভীতি)

ইসলামী শাসনব্যবস্থার মৌল ভিত্তির মধ্যে ন্যায়বিচার ও আল্লাহভীতিই মুখ্য:
"আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দেন ন্যায়বিচার করতে..." (সূরা নাহল: ৯০)
"তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, ইনসাফের সঙ্গে সাক্ষ্য দাও..." (সূরা মায়েদা: ৮)
এই দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণ ও বিচারব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়।

- **ইসলামি শাসনব্যবস্থার মৌলিক দিক**

ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় জীবনব্যবস্থা নয় বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক সকল বিষয়ের দিকনির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামি শাসনব্যবস্থা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এটি মানব রচিত মতবাদ বা আইন ব্যবস্থার সাথে মৌলিকভাবে ভিন্ন। এই অধ্যায়ে ইসলামি শাসনব্যবস্থার তিনটি প্রধান দিক বিশ্লেষণ করা হবে: **খিলাফত ও শূরা পদ্ধতি**, **শরিয়াহভিত্তিক আইন ব্যবস্থা**, এবং **নবী ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের দৃষ্টান্ত**।

- **খিলাফত ও শূরা পদ্ধতি**

ইসলামে শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো **খিলাফত**। খলিফা অর্থ "প্রতিনিধি"—অর্থাৎ খলিফা হলেন আল্লাহর জমিনে প্রতিনিধি যিনি আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। কুরআনে বলা হয়েছে:

"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি (খলিফা) করেছি; সুতরাং তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কর..."

(সূরা সাদ: ২৬)

শূরা বা পরামর্শমূলক শাসনব্যবস্থা ইসলামি রাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"তাদের কাজকর্ম পরস্পরের পরামর্শে পরিচালিত হয়"

(সূরা আশ-শূরা: ৩৮)

রাসূল (সা.) ও তাঁর পরবর্তী খলিফারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহাবাদের সঙ্গে শূরা করেই সিদ্ধান্ত নিতেন, যদিও চূড়ান্ত কর্তৃত্ব সর্বদা আল্লাহর হুকুম মেনে চলে।

- **শরিয়াহভিত্তিক আইন ব্যবস্থা**

ইসলামে শাসনের সর্বোচ্চ উৎস হলো **শরিয়াহ**—যা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের উপর ভিত্তি করে গঠিত। কুরআনে বলা হয়েছে:

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, তারা জালিম (অত্যাচারী)।"

(সূরা আল-মায়েদা: ৪৫)

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে আইন প্রণয়নের অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহর, এবং কোন মুসলিম শাসক বা ব্যক্তি নিজ ইচ্ছেমতো শরিয়াহর বাইরে আইন তৈরি করতে পারে না।

- **নবী (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের দৃষ্টান্ত**

নবী করিম (সা.) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে কুরআনের বিধান অনুযায়ী সমাজ পরিচালিত হতো। তিনি মদীনা সনদ প্রণয়ন করেন যা ছিল একটি বহু-ধর্মীয় রাষ্ট্রের সংবিধানতুল্য। সেখানে মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে সাম্য, অধিকার ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়।

খোলাফায়ে রাশেদীন—আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রা.)—তাঁদের শাসনামলেও শূরা ভিত্তিক, শরিয়াহনির্ভর ও জনকল্যাণমুখী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাঁরা কোনো রাজবংশগত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেননি বরং জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আমানতদারির সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

উমর (রা.) বলেন:

"আমরা এমন এক জাতি ছিলাম যাদের কোনো মূল্য ছিল না, আল্লাহ ইসলাম দ্বারা আমাদের সম্মানিত করেছেন..."

অধ্যায় ৩: গণতন্ত্রের ইতিহাস ও তাত্ত্বিক ভিত্তি

৩.১ গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও মূলনীতি

গণতন্ত্র (Democracy) শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ *'demos'* (জনগণ) ও *'kratos'* (শাসন) থেকে। এর অর্থ "জনগণের শাসন"। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা জনগণের হাতে। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আইন প্রণয়ন ও শাসন করেন।সাধারণভাবে গণতন্ত্র বলতে বুঝায়, এমন এক মতবাদ বা ব্যবস্থাকে যেখানে সমাজ-রাষ্ট্রের আইন-বিধান প্রণয়ণের চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয় জনগণের উপর বা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর। মোটকথা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামতের ভিত্তিতে শাসন কার্য পরিচালনাকে গণতন্ত্র বলে।[1] গ্রীক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক হিরোডোটাস (Herodotus) গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় বলেন, এটা এক প্রকার শাসন ব্যবস্থা যেখানে শাসন ক্ষমতা কোন শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের উপর ন্যস্ত থাকে না, সমাজের সদস্যগণের উপর ন্যস্ত হয় ব্যাপকভাবে'।

(খ) অধ্যাপক শেলী বলেন, Democracy is a form of government in which every one has a share in it. অর্থাৎ 'যে সরকার ব্যবস্থায় সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত থাকে তাকে গণতন্ত্র বলে'।[2]

আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা 'আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন **১৮৬৩** সালে গেটিসবার্গের এক জনসভায় 'গণতন্ত্র'-এর আধুনিক সংজ্ঞা দেন এভাবে যে, Democracy is the government of the people by the people and for the people. অর্থাৎ 'গণতন্ত্র এমন একটি সরকার ব্যবস্থা, যা জনগণের উপর জনগণের দ্বারা পরিচালিত জনগণের শাসন ব্যবস্থা বুঝায়'।[3]

মোটকথা জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী দেশ শাসনের নামই গণতন্ত্র। অন্য কথায় গণতন্ত্র হ'ল এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যা সম্পূর্ণরূপে জনসমষ্টির ইচ্ছাধীনে পরিচালিত।

গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তিসমূহ:

- **জনসার্বভৌমত্ব:** জনগণই চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ
- **আইনের শাসন:** সবাই আইনের অধীন
- **স্বাধীনতা:** মতপ্রকাশ, ধর্ম, ব্যক্তি অধিকার
- **নির্বাচন:** প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন
- **গণমাধ্যমের স্বাধীনতা** ও **নাগরিক অংশগ্রহণ**

৩.২ প্রাচীন গণতন্ত্রের ইতিহাস

গণতন্ত্রের ধারণা প্রথম দেখা যায় প্রাচীন গ্রিসে (খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতকে)। এথেন্স নগররাষ্ট্রে সীমিত সংখ্যক নাগরিক (নারী, দাস এবং বিদেশীরা বাদে) সরাসরি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করতো। তবে সেটি ছিল একটি "সীমিত গণতন্ত্র"।

৩.৩ আধুনিক গণতন্ত্রের উত্থান

আধুনিক গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটে ইউরোপে:

- **ইংল্যান্ডে ম্যাগনা কার্টা (১২১৫)**: রাজতন্ত্র সীমাবদ্ধ করে পার্লামেন্টের উত্থান
- **আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৭৬)**: "People's government" ধারণা প্রতিষ্ঠা
- **ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯)**: "Freedom, Equality, Brotherhood" এর সূত্রে আধুনিক গণতন্ত্র

ধীরে ধীরে পশ্চিমা বিশ্বে গণতন্ত্র একটি আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.৪ গণতান্ত্রিক মতবাদ ও তত্ত্ব

৩.৪.১ জনসার্বভৌমত্ব (Popular Sovereignty)

গণতন্ত্রে সর্বোচ্চ আইন প্রণেতা জনগণ। কোন ধর্মীয় বা ঐশী বিধান চূড়ান্ত নয়। জনমতের ভিত্তিতে আইন তৈরি ও বাতিল হতে পারে।

৩.৪.২ ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)

গণতন্ত্রের একটি মূল নীতি হলো ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ। নীতিনির্ধারণে ধর্মীয় হস্তক্ষেপ অগ্রহণযোগ্য।

৩.৪.৩ সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত (Majority Rule)

যে মত অধিকাংশ ভোট পায়, তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে কার্যকর হয়; সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি জনমত।

৩.৪.৪ মানবাধিকারের স্বীকৃতি

ব্যক্তি স্বাধীনতা, মতপ্রকাশ, ধর্মচর্চা, লিঙ্গ সমতা ইত্যাদিকে 'সর্বজনীন অধিকার' হিসেবে গণ্য করা হয়।

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম বলেন, 'বর্তমান দুনিয়ায় যে কয়টি রাজনৈতিক মতবাদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ধর্মহীন জাতীয় গণতন্ত্র অন্যতম। ধর্মহীন জাতীয় গণতন্ত্র মতবাদটি ধর্মহীনতা, গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ এই তিনটি মতাদর্শের সমন্বয়। ... মনে রাখা আবশ্যক যে, এই তিনটি মতবাদ একটি সুদৃঢ় যোগসূত্রে বাঁধা। একটি অপরটি থেকে

বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে না। গণতন্ত্র অবশ্যই জাতীয়তাবাদী হবে এবং তা ধর্মহীনতার ভিত্তিতেই চলতে পারে'।[4)

৩.৫ গণতন্ত্রের বৈশ্বিক বিস্তার

বর্তমানে গণতন্ত্র পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে প্রতিষ্ঠিত। জাতিসংঘ ও পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ গণতন্ত্রকে আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে প্রচার করে থাকে।

- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি রাষ্ট্রে পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রচলিত।
- মুসলিম দেশসমূহে সংমিশ্রণ পদ্ধতি দেখা যায় — যেমন মালয়েশিয়া, তুরস্ক, পাকিস্তান।

৩.৬ গণতন্ত্রের মৌলিক উপাদান ও বৈশিষ্ট্য

৩.৬.১. জনগণের সার্বভৌমত্ব

গণতন্ত্রে চূড়ান্ত ক্ষমতা জনগণের হাতে। জনগণের ইচ্ছা ও মতামতের ওপর ভিত্তি করেই আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচারিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

৩.৬.২. নির্বাচন ব্যবস্থা

নিয়মিত, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে।

৩.৬.৩. মতপ্রকাশ ও ধর্মীয় স্বাধীনতা

গণতন্ত্রে ব্যক্তি মত প্রকাশে ও ধর্ম পালন করতে স্বাধীন। তবে একে ধর্মনিরপেক্ষতা দিয়ে সীমাবদ্ধ করা হয়।

৩.৬.৪. আইনের শাসন (Rule of Law)

সবাই আইনের দৃষ্টিতে সমান। রাষ্ট্র পরিচালনা হয় নির্দিষ্ট আইনের ভিত্তিতে, যা সংসদ দ্বারা প্রণীত।

৩.৬.৫. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

আইন প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ সরকার থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করে।

৩.৭. গণতন্ত্রের ধরন

৩.৭.১. সরাসরি গণতন্ত্র (Direct Democracy)

এখানে জনগণ সরাসরি আইন প্রণয়নে অংশ নেয়। এটি প্রায় বিলুপ্ত হলেও গণভোটে (referendum) আজও কিছুটা দেখা যায়।

৩.৭.২. প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র (Representative Democracy)

বেশিরভাগ রাষ্ট্রেই এই পদ্ধতি প্রচলিত। জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে, যারা সংসদে আইন প্রণয়ন করে।

উদাহরণ: ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, বাংলাদেশ ইত্যাদি।

৩.৮ গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা

৩.৮.১. সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচারিতা

গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠরাই সিদ্ধান্ত নেয়, ফলে সংখ্যালঘু বা ভিন্নমতের অধিকার ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

৩৮.২. নৈতিকতা ও ধর্মের অবমূল্যায়ন

গণতন্ত্রে ধর্মীয় বিধান গণ-ইচ্ছার অধীন হয়। ফলে কুরআনের নিষিদ্ধ বিষয় যেমন সমকামিতা, মদের বৈধতা প্রভৃতি আইন করে বৈধ করা সম্ভব হয়।

৩.৮.৩. দুর্নীতি ও পুঁজিবাদের প্রভাব

নির্বাচনে অর্থের প্রভাব, মিডিয়ার পক্ষপাতিত্ব, এবং রাজনৈতিক স্বার্থে আইন পরিবর্তনের প্রবণতা গণতন্ত্রকে দুর্বল করে তোলে।

৩.৮.৪ গণতন্ত্র ও ধর্মের সম্পর্ক

ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রে ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার, রাষ্ট্রীয় শাসন ও আইনে তার স্থান নেই। একে "Secularism" বলা হয়।

এর ফলে কুরআন-সুন্নাহ বা যেকোনো ধর্মীয় আইনকে রাষ্ট্রীয় আইনে রূপান্তর করতে গেলে “সংবিধানবিরোধী” বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

- **গণতন্ত্রের সরূপ :গণতন্ত্রের জাহালাত**

গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার জন্য ন্যায়-নিষ্ঠতা, জ্ঞান-গরীমা, সততা, আল্লাহভীরুতার কোনই শর্ত নেই। যেকোন নাস্তিক, কাফির, ফাসিক-ফাজির, নির্বোধ-জাহেল ব্যক্তি পার্লামেন্ট সদস্য হ’তে পারে টাকার জোরে বা দলীয় আনুগত্য বিবেচনায়। ফলে এসব সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে জাহেলী আইন-কানূন প্রণয়ন করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটার হওয়ার জন্যও সততা, ন্যায়পরায়ণতা, জ্ঞানী-গুণী হওয়ার শর্তারোপ করা হয় না। ফলে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাহেল লোকদের ভোটে শরী‘আত সম্পর্কে অজ্ঞরাই সাধারণত নেতা নির্বাচিত হয়। এজন্য গণতন্ত্রকে অনেক মনীষী মূর্খদের শাসন বলেছেন।

১. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিক প্লেটো গণতন্ত্র সম্পর্কে বলেছেন, ‘বুদ্ধিমানের চেয়ে মূর্খ ও অবিবেচকের সংখ্যা অধিক। সুতরাং সংখ্যাধিক্যের শাসন বলে এটা প্রকারান্তরে মূর্খের শাসন।[5]

২. জন লেকি বলেন, 'গণতন্ত্র দারিদ্র্য পীড়িত, অজ্ঞতম ও সর্বাপেক্ষা অক্ষমদের শাসন ব্যবস্থা; কারণ তারাই রাষ্ট্রে সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক।[6]

৩. মিশরীয় ইসলামিক স্কলার মুহাম্মাদ কুতুব বলেন, আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় বিধান হ'ল দু'টি। একটি হ'ল আল্লাহর বিধান অপরটি জাহেলিয়াতের বিধান *(মায়েদাহ ৫০)*। গণতন্ত্র আল্লাহর বিধান নয়। সুতরাং তা আল্লাহর মাপকাঠিতে জাহেলিয়াতের বিধান।

(১) শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'ইসলাম ও গণতন্ত্র দু'টি বিপরীতমূখী ব্যবস্থা। যা কখনো এক হবার নয়। একটি আল্লাহর উপর ঈমান ও আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় জীবন পরিচালনা, অপরটি তাগূতের (আল্লাহ বিরোধী অনুশাসন) প্রতি ঈমান ও তদনুযায়ী জীবন পরিচালনার উপর নির্ভরশীল'।[7]

(২) আবু কাতাদা ওমর বিন মাহমূদ বলেন, 'যেসব লোক ইসলামকে গণতন্ত্রের সাথে এক করে দেখতে চায়, তাদের প্রচেষ্টা যিন্দীকদের (যারা মুখে ইসলাম প্রকাশ করে অন্তরে কুফুরী গোপন করে) মত, যারা আল্লাহর দ্বীনকে মানুষের প্রবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য পরিবর্তন করে ফেলে। ... ইসলাম জনগণকে বিধানগত ক্ষেত্রে পসন্দ-অপসন্দের স্বাধীনতা দেয়নি; যেহেতু জনগণের জন্য ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া এবং শাসককে মুসলিম হওয়া আবশ্যকীয়। অপরদিকে গণতন্ত্র জনগণকে তাদের উপর প্রযোজ্য বিধি-বিধান প্রণয়নে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। এটাই গণতন্ত্রের মৌলিক তত্ত্ব, যা সম্পূর্ণ ইসলাম বিনষ্টকারী'।[8]

(৩) ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, 'বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বের সর্বত্র সামাজিক অশান্তির অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল প্রচলিত এই নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা। কেন্দ্রে ও স্থানীয় সংস্থা সমূহের সর্বত্র এই নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু হওয়ায় সর্বত্র নেতৃত্বের লড়াই, পারস্পরিক হিংসা-হানাহানি এবং সামাজিক অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপ্তি লাভ করেছে'।[9]

(৪) মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেন, 'মোটকথা ইসলামের মধ্যে গণতান্ত্রিক শাসন নামে কোন কিছু নেই। এই নব আবিষ্কৃত তথাকথিত গণতন্ত্র শুধু একটি বানানো প্রতারণার বস্তু। বিশেষ করে এমন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যা মুসলিম এবং কাফের শাসকদের সমন্বয়ে গঠিত, অনৈসলামিক রাষ্ট্র ছাড়া আর কী হবে?[10]

অধ্যায় ৪: ইসলাম ও গণতন্ত্রের আদর্শগত পার্থক্য

৪.১ সার্বভৌমত্ব: আল্লাহ বনাম জনগণ

ইসলামে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।

“ফয়সালার অধিকার একমাত্র আল্লাহর।” (সূরা ইউসুফ: ৪০)

গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব জনগণের হাতে।

আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন, এমনকি ধর্মীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও জনমতের উপর নির্ভর করে।

মূল পার্থক্য:

ইসলামে আল্লাহর হুকুম চূড়ান্ত; গণতন্ত্রে জনগণের মতামতই সর্বোচ্চ।

৪.২ আইন প্রণয়ন: ওহী বনাম জনমত

ইসলামে আইন কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে নির্ধারিত। মানুষ তা মান্য করে, পরিবর্তন করতে পারে না।

গণতন্ত্রে আইন জনগণের প্রতিনিধিরা তৈরি করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে যে কোনো আইন তৈরি বা বাতিল সম্ভব—even ধর্মবিরোধী আইওনও।

৪.৩ ধর্মের অবস্থান: কেন্দ্রীয় বনাম গৌণ

ইসলামে ধর্মই রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ভিত্তি। রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচার—সবই ইসলামী শরিয়াহর অধীন।

গণতন্ত্রে ধর্মকে ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখা হয় (Secularism)। রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ থাকে।

৪.৪ শূরা বনাম পার্লামেন্ট

শূরা:

- কুরআন ও সুন্নাহর সীমার মধ্যে পরামর্শমূলক
- সিদ্ধান্তে সর্বসম্মতি গুরুত্বপূর্ণ
- খলিফা বাধ্য, কিন্তু সীমিত

পার্লামেন্ট:

- জনগণের প্রতিনিধিত্বে স্বাধীন আইন প্রণয়ন
- কুরআন-সুন্নাহর বাধ্যবাধকতা নেই

- সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ণায়ক

৪.৫ ইনসাফ বনাম সংখ্যাগরিষ্ঠতা

ইসলামে সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি কুরআন ও সুন্নাহ; সংখ্যাগরিষ্ঠতা কখনো সত্য নির্ধারণ করে না।

গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠর ইচ্ছাই চূড়ান্ত সত্য ও ন্যায় বিবেচিত হয়।

৪.৬ নেতৃত্ব নির্বাচন: বাই‘আত বনাম ভোট

ইসলামে খলিফা মনোনয়ন ও বাই‘আতের মাধ্যমে নির্বাচিত হন; শর্ত হলো তাকওয়া, ইলম, ন্যায়বিচার।

গণতন্ত্রে ভোটের মাধ্যমে যে কেউ—even নাস্তিক—নেতৃত্ব পেতে পারে, জনগণের সমর্থন থাকলেই যথেষ্ট।

৪.৭ নারী নেতৃত্ব

ইসলামে রাসূল (সা.) বলেছেন:

“যে জাতি নারীদের শাসক বানায়, তারা সফল হবে না।” (বুখারী)

গণতন্ত্রে নারী নেতৃত্ব গ্রহণযোগ্য, এমনকি উৎসাহিত।

- **ব্যাবহারিক দিক হতে গণতন্ত্র ও ইসলাম : সংঘর্ষের দিকসমূহ**

গণতন্ত্র একটি মানব রচিত মতবাদ। গণ মানুষের ইচ্ছা বা আইন অনুসারে পরিচালিত হয় বলেই এর রাষ্ট্র বা শাসন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলা হয়। অন্যদিকে ইসলাম আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহর খলীফা হিসাবে এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয় বলে ইসলামের শাসন ব্যবস্থাকে খিলাফত বলা হয়। প্রফেসর ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, ‘রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র দু’টিই মানব রচিত মতবাদ। পক্ষান্তরে ‘খেলাফত’ আল্লাহর অনুমোদিত শাসন ব্যবস্থার নাম’।[6] নিম্নে ইসলাম ও গণতন্ত্রের পারস্পরিক সংঘর্ষের দিকগুলো উল্লেখ করা হ’ল।

(১) গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব মানা হয়, যা স্পষ্ট শির্ক। পক্ষান্তরে ইসলামের খিলাফতি রাষ্ট্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানা হয়, যা তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত।

(২) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার অর্থ হ’ল মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা। পক্ষান্তরে খিলাফতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা অর্থ হ’ল আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা।

(৩) গণতন্ত্রের মূল দর্শন হ'ল মানুষকে সন্তুষ্ট করা যেভাবেই হোক। পক্ষান্তরে ইসলামী খিলাফতের মূল উদ্দেশ্য হ'ল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুসারে মানুষের সেবা করা।

(৪) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধর্ম নিছক একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগতভাবে এতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা স্বীকৃত। কিন্তু সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতিতে ধর্মের কোন প্রবেশাধিকার স্বীকার করা হয় না। এর রাজনীতি ধর্ম-বিবর্জিত। পক্ষান্তরে ইসলামী খিলাফতে ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয় মানুষের সার্বিক জীবনে ধর্মের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করে। রাষ্ট্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ধর্মের নীতিমালা অনুসরণ করে চলে।

(৫) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ যেহেতু সকল ক্ষমতার মালিক, তাই ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, এমনকি বৈধ-অবৈধ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সাব্যস্ত করার অধিকার জনগণের। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে যেকোন ব্যক্তি যেমন রাষ্ট্র প্রধান হ'তে পারে, তেমনি ইচ্ছামত যেকোন আইন রচনা করতে পারে। এজন্য 'Majority must be granted' হ'ল গণতন্ত্রের চূড়ান্ত কথা। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহকেই যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মানা হয় সেহেতু ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, বৈধ-অবৈধ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারে আইন প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতানুসরণ করার নীতিকে ইসলাম এড়িয়ে চলে। কেননা আল্লাহ অধিকাংশের মতানুসরণকে নিরুৎসাহিত করেছেন' *(আন'আম ১১৬)*।

(৬) গণতন্ত্রে রাজনীতি চলে বহুদলীয় পদ্ধতিতে। একদল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্র বা সরকার পরিচালনা করে। ভোটে পরাজিত দল বা দল সমূহ বিরোধী দলে থেকে সরকারের সমালোচনা করে। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রে বহু দল, মত ও ধর্মের উপস্থিতি থাকলেও রাষ্ট্র বা সরকার ব্যবস্থায় বহুদলীয় ব্যবস্থাপনা স্বীকৃত নয়। কেননা তাতে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা উম্মাহর দায়িত্বশীল বা খাদেম হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তিনি বিশেষ কোন দলের লোক হন না।

(৭) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র প্রধান বা শাসক একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকেন। মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সার্বিক যোগ্যতা ও সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয়। পক্ষান্তরে ইসলামী খিলাফতে রাষ্ট্রপ্রধান যতদিন যোগ্যতা ও সক্ষমতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারবেন ততদিন ঐ দায়িত্বে বহাল থাকবেন। যোগ্যতা হারালে বা অক্ষম প্রমাণিত হ'লে ঐ মুহূর্তেই বিদায় নিবেন বা বিদায় করা হবে। তাঁকে শাসন ক্ষমতায় বসানো বা প্রয়োজনে বিদায় করা শরী'আতে আবশ্যক।

(৮) গণতন্ত্রে নেতাকে পদপ্রার্থী হ'তে হয়। নিজের যোগ্যতা ও গুণাবলীর ঘোষণা দিয়ে তাকে পদের উপযুক্ত প্রমাণ দিতে হয়। অপরপক্ষে ইসলামে কেউ নেতৃত্ব বা পদ চাইলেই তিনি নেতৃত্ব দানের অযোগ্য বিবেচিত হন, তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় না।

(৯) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শূরা বা পরামর্শ পদ্ধতি এবং ইসলামী রাষ্ট্রের শূরা বা পরামর্শ পদ্ধতি এক রকম নয়। অথচ এই শূরা ব্যবস্থাকেই গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার সাদৃশ্য প্রমাণের জন্য সবচেয়ে বেশী যুক্তি উপস্থাপন করা হয়।

গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের শূরা সদস্যদের যোগ্যতা ও মান এবং তাদের কার্যপ্রণালী আর ইসলামী রাষ্ট্রের শূরা সদস্যদের যোগ্যতা ও মান এবং কার্যপ্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করলেই উভয় ব্যবস্থার মধ্যে আসমান-যমীন ব্যবধান পরিলক্ষিত হবে।

গণতন্ত্রে জ্ঞানী-মূর্খ, বোকা-বুদ্ধিমান, সৎ-অসৎ সব ধরনের মানুষের শূরা সদস্য হওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং সব ধরনের মানুষের মতকে গ্রহণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মুর্খ বা বোকার দল বেশী হওয়ার কারণে সিদ্ধান্তটি ভুল হোক বা সঠিক হোক।

পক্ষান্তরে উম্মতের বাছাইকৃত সেরা জ্ঞানী-গুণী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরা গঠিত হয় এবং তাঁদের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হয়। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ই চূড়ান্ত নয়। কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় বা মত গ্রহণ করা হ'তে পারে, কখনো সংখ্যা লঘিষ্ঠের মতও গ্রহণ করা হ'তে পারে, যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের চাইতে সংখ্যা লঘিষ্ঠের মতামত বেশী কল্যাণকর মনে হয়। এমনকি ১০০ জন শূরা সদস্যদের মধ্যে ১ জন সদস্যের পরামর্শ বা মত যদি দলীল-প্রমাণ ও বিবেক-বিবেচনার অনুকূলে হয়, তাহ'লে সেটাই গ্রহণ করা হয়।

আবার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের সদস্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যেকোন আইন তৈরী করতে পারে। তারা হালালকে হারাম, হারামকে হালাল, ভালোকে মন্দ, মন্দকে ভালো বলে বিল পাশ করতে পারে। এক্ষেত্রে তারা স্বাধীন। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরায় এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত বিধানের বিষয়ে পুণর্বিবেচনা বা মতামত প্রদানেরও কোন সুযোগ নেই। পরামর্শ করা হয় নতুন উদ্ভূত কোন সমস্যা বা বিষয় নিয়ে, যে বিষয়ে কুরআন-হাদীছের বক্তব্ স্পষ্ট নয়।

- **গণতন্ত্রের বাস্তবতা :**

গণতন্ত্র ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক একটি তন্ত্র। এই তন্ত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জনগণের হাতে অথবা তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধি (পার্লামেন্ট সদস্য) এর হাতে অর্পণ করা হয়। তাই এ তন্ত্রের মাধ্যমে গায়রুল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়; বরং জনগণ ও

জনপ্রতিনিধির শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ তন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের সকলে একমত হওয়ার দরকার নেই। বরং অধিকাংশ সদস্য একমত হওয়ার মাধ্যমে এমন সব আইন জারী করা যায় জনগণ যেসব আইন মেনে চলতে বাধ্য; এমনকি সে আইন যদি মানব প্রকৃতি, ধর্ম, বিবেক ইত্যাদির সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবুও। উদাহরণতঃ এই তন্ত্রের অধীনে গর্ভপাত করা, সমকামিতা, সুদি মুনাফার বিধান ইত্যাদি জারী করা হয়েছে। ইসলামি শাসনকে বাতিল করা হয়েছে। ব্যভিচার ও মদ্যপানকে বৈধ করা হয়েছে। বরং এই তন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদেরকে প্রতিহত করা হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে জানিয়েছেন, হুকুম বা শাসনের মালিক একমাত্র তিনি এবং তিনিই হচ্ছেন- উত্তম হুকুমদাতা বা শাসক। পক্ষান্তরে অন্যকে তাঁর শাসনে অংশীদার করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং জানিয়েছেন তাঁর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা কেউ নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন (ভাবানুবাদ): "অতএব, হুকুম দেওয়ার অধিকার সুউচ্চ ও সুমহান আল্লাহর জন্য" [সূরা গাফের, আয়াত: ১২] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন (ভাবানুবাদ): "আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেওয়ার অধিকার নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।" ।[সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "আল্লাহ কি হুকুমদাতাদের শ্রেষ্ঠ নন?" [সূরা ত্বীন, আয়াত: ০৮] তিনি আরও বলেন (ভাবানুবাদ): "বলুন, তারা কতকাল অবস্থান করেছে- তা আল্লাহই ভাল জানেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গায়েব বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শোনেন! তিনি ব্যতীত তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি নিজ হুকুমে কাউকে অংশীদার করান না।"[সূরা কাহাফ, আয়াত: ২৬] তিনি আরও বলেন (ভাবানুবাদ): "তারা কি জাহেলিয়াতের হুকুম চায়? বিশ্বাসীদের জন্যে আল্লাহর চেয়ে উত্তম হুকুমদাতা আর কে?"[সূরা মায়েদা, আয়াত: ৫০]

আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা। তিনি জানেন, কোন বিধান তাদের জন্য উপযুক্ত; কোন বিধান তাদের জন্য উপযুক্ত নয়। সব মানুষের বিবেক-বুদ্ধি, আচার-আচরণ ও অভ্যাস এক রকম নয়। নিজের জন্য কোনটা উপযোগী মানুষ সেটাই তো জানে না; থাকতো অন্যের জন্য কোনটা উপযুক্ত সেটা জানবে। এ কারণে যে দেশগুলোতে জনগণের প্রণীত আইনে শাসন চলছে সে দেশগুলোতে বিশৃঙ্খলা, চারিত্রিক অবক্ষয়, সামাজিক বিপর্যয় ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

তবে কিছু কিছু দেশে এ তন্ত্রটি নিছক একটি শ্লোগান ছাড়া আর কিছু নয়; যার কোনরূপ বাস্তবতা নেই। এ শ্লোগানের মাধ্যমে জনগণকে ধোঁকা দেয়া উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপ্রধান ও তার সহযোগীরাই হচ্ছে- আসল শাসক এবং জনগণ হচ্ছে তাদের করদ। এর চেয়ে বড় প্রমাণের আর কি প্রয়োজন আছে, শাসকবর্গ যা অপছন্দ করে ডেমোক্রেসিতে যদি এমন

কিছু থাকে তখন তারা সেটাকে পায়ের নীচে পিষ্ট করে। নির্বাচনে কারচুপি, স্বাধীনতা হরণ, সত্য কথা বললে টুটি চেপে ধরা ইত্যাদি এমন কিছু বাস্তবতা যা সকলের জানা; এগুলো সাব্যস্ত করার জন্য কোন দলিলের প্রয়োজন নেই। দিনের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করার জন্য যদি দলিল লাগে তাহলে বিবেকে আর কিছু ধরবে না।

'মাউসুআতুল আদইয়ান ওয়াল মাযাহেব আল-মুআসেরা' গ্রন্থ (২/১০৬৬) তে এসেছে-
পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি: এটি এমন একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যাতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের নির্বাচনে গঠিত পরিষদের মাধ্যমে জনগণ শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে। এ ব্যবস্থায় জনগণ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু প্রক্রিয়ায় শাসনকার্যে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে। সে প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১. ভোট দেওয়ার অধিকার: জনগণের কতিপয় ব্যক্তিবর্গ কোন একটি আইনের বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত বিল উত্থাপন করে। এরপর পার্লামেন্ট কমিটি সেটার উপর আলোচনা করে ও ভোট দেয়।

২. গণভোট দেওয়ার অধিকার: কোন একটি আইন পার্লামেন্টের অনুমোদনের পর জনগণের রায় প্রকাশ করার জন্য পেশ করা।

৩. না-ভোট দেওয়ার অধিকার: কোন একটি আইন প্রকাশ করার নির্দিষ্ট কিছু সময়ের মধ্যে সংবিধান কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক লোকের পক্ষ থেকে এ আইনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর অধিকার। যাতে করে এ আপত্তির ফলে গণভোটের মাধ্যমে সমাধান করা যায়। যদি হ্যাঁ-এর পক্ষে বেশি ভোট পড়ে তাহলে আইনটি কার্যকর করা হয়। আর যদি না-এর পক্ষে বেশি ভোট পড়ে তাহলে সেটি বাতিল করা হয়। বর্তমানে প্রায় সকল সংবিধান এ নিয়মে চলছে। কোন সন্দেহ নেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আল্লাহর আনুগত্য ও আইনপ্রণয়ন অধিকারের ক্ষেত্রে একটি নব্য শিরকের স্বরূপমাত্র। যেহেতু এ প্রক্রিয়ায় স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহর আইন প্রণয়ন করার একক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা হয় এবং মাখলুককে এ অধিকার প্রদান করা হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন: "তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কিছু নামের ইবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেওয়ার অধিকার নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।"।[সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৫

অধ্যায় ৫: কুরআন ও হাদীসের আলোকে গণতন্ত্রের পর্যালোচনা

৫.১ সার্বভৌমত্বে শিরক

গণতন্ত্রে আইন প্রণয়নে জনগণকে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। এটি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে শিরকের শামিল, কারণ এটি আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে।

কুরআন বলে:

"তারা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য শরীক নির্ধারণ করেছে যারা এমন কিছু শরীয়ত প্রণয়ন করে যা আল্লাহ অনুমোদন করেননি?" (সূরা আশ-শূরা: ২১)

গণতন্ত্রের মূল কথা জনগণের সার্বভৌমত্ব। অর্থাৎ সকল ক্ষমতার মালিক সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। একথা নিঃসন্দেহে শিরক। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ,

'রাজত্বে তাঁর কোন শরীক নেই' *(বনী ইসরাঈল ১৭/১১১)*। তিনি আরো বলেন

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ',

তুমি বল, হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন' *(আলে ইমরান ৩/২৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান' *(মূলক ৬৭/১)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ'

যার হাতে রয়েছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব। যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন না এবং তাঁর রাজত্বে কোন শরীক নেই' *(ফুরক্বান ২৫/২)*।

আল্লাহর বাণী থেকে বুঝা গেল আল্লাহই সকল ক্ষমতার মালিক। মানুষকে ক্ষমতার মালিক বা উৎস বানানো তাঁর সাথে শরীক স্থাপনের শামিল, যা স্পষ্ট শিরক।

ইবনে কাসীর বলেন: যারা আল্লাহর বিধানের বাইরে মানুষ-নির্মিত আইনকে মান্য করে, তারা তাগূতের উপাসক।

৫.২ তাগূতের শাসন প্রতিষ্ঠা

তাগূত অর্থ: আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্যের বিধান মানা। গণতন্ত্রে জনগণের মনগড়া আইন মানার কারণে এটি তাগূতির শাসনের বৈশিষ্ট্য বহন করে।

“যারা কুফরী করে তাগূতের প্রতি এবং ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি, তাদেরই জন্য রয়েছে নিরাপত্তা ও সঠিক পথ।” (সূরা আল-বাকারা: ২৫৭)

৫.৩ আইন প্রণয়নের অধিকার শুধুই আল্লাহর

গণতন্ত্র মানুষকে আইন প্রণয়নের অধিকার দেয়, যা কুরআনের সুস্পষ্ট বিরোধিতা:
“ফয়সালার অধিকার একমাত্র আল্লাহর।” (সূরা ইউসুফ: ৪০)
“যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা কাফির।” (সূরা আল-মায়েদা: ৪৪)
গণতন্ত্রে কুরআনের পরিপন্থী আইন তৈরি করা বৈধ হয়ে পড়ে, যা সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধে।
গণতন্ত্রে আইন-বিধান রচনার চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয় পার্লামেন্ট সদস্যদের উপর। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য যেটা বলবে, যে বিষয়ে সম্মত হবে সেটাই হবে দেশের সর্বোচ্চ আইন, যার বিরোধিতা করা আইনত অপরাধ। গণতন্ত্রে সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কুরআন-সুন্নাহর উপরে স্থান দেওয়া হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তারা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন তৈরী করতে পারে, এমনকি আল্লাহর আইনকে বাতিলও করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- পতিতাবৃত্তির লাইসেন্স দেওয়া, মদের লাইসেন্স দেওয়া, সূদের বৈধতা দেওয়া, ১৮ বছরের পূর্বে বিয়ে নিষিদ্ধ করা, ১৬ বছর বয়স পারস্পরিক সম্মতিতে যেনা করলে তার বৈধতা দেওয়া, স্বামীর অনুমতিতে স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে ব্যভিচার করলে তার বৈধতা দেওয়া, যাত্রা, সিনেমাহলে প্রকাশ্যে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার চর্চাকে অনুমোদন দেওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের নীতিমালা নিঃসন্দেহে আল্লাহর বরুবিয়্যাতের (ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের) ক্ষেত্রে শিরক এবং স্পষ্ট কুফরী। কেননা আল্লাহ বলেন,

اَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ‘ ُ

শুনে রাখ! সৃষ্টি যার হুকুম চলবে তার’ *(আ‘রাফ ৭/৫৪)*।
তিনি আরো বলেন

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون -َ,

‘আল্লাহ ব্যতীত কারু বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কারু ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না’ *(ইউসুফ ১২/৪০)*।
তিনি আরো বলেন,

وَاللهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب‘ ِ

আল্লাহ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে পিছনে নিক্ষেপ করার কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী' *(রা'দ ১৩/৪১)*

৫.৪ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সত্য-মিথ্যার নির্ধারণ

ইসলামে সত্য নির্ধারণ হয় কুরআন ও হাদীস দ্বারা, জনগণের মতামত দ্বারা নয়।

"যদি তুমি অধিকাংশ মানুষের কথা মান্য করো, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।" (সূরা আল-আন'আম: ১১৬)

গণতন্ত্র এই আয়াতের স্পষ্ট বিরোধিতা করে।

৫.৫ বিরোধ মিমাংসার ক্ষেত্রে : গণতন্ত্রে যেকোন মতবিরোধ বা বিতর্কের চূড়ান্ত মিমাংসাকারী বানানো হয় সংবিধান ও এর ধারা সমূহ এবং পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে। এটা একটা স্পষ্ট কুফরী। মহান আল্লাহ বলেন

,فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا-

'অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতন্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা ৪/৫৯)*।

তিনি আরো বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا-

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

৫.৬.রাসূল (সা.)-এর যুগে গণতন্ত্রের নাকচ

নবী (সা.) মক্কায় ছিলেন সংখ্যালঘু অবস্থায়; অথচ তিনি কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ মুশরিকদের মতামত অনুসরণ করেননি। বরং কুরআনের একনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন।

"তোমরা তাদের মত অনুগত হয়ো না যারা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি।" (তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা আল-আন'আম)

৫.৬ রাসূল (সা.)-এর খেলাফত দর্শন ও গণতন্ত্র

নবী করীম (সা.) বলেন:

"আমার পরে খেলাফত হবে নবুয়তের আদর্শে।" (মুসনাদে আহমদ)

গণতন্ত্র এই নববী খেলাফতের পূর্ণ পরিপন্থী, কারণ সেখানে আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে মানুষের ইচ্ছা চলে।

৫.৭ হাদীসে নারী নেতৃত্বের নিষেধাজ্ঞা

"যে জাতি নারীদের শাসক বানায়, তারা কখনো সফল হবে না।" (বুখারী)

গণতন্ত্র নারীকে নেতৃত্বের আসনে বসায়— এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানও হতে পারে, যা সরাসরি রাসূল (সা.)-এর নিষেধের বিরোধী।

৫.৮ ইসলামি ঐতিহ্যে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি

নবী (সা.) ও খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে গণতন্ত্রের কোনো রূপ ছিল না। ছিল খেলাফত, বাই'আত, এবং শরীয়াহভিত্তিক শাসন। পার্লামেন্ট বা ভোটাধিকার ভিত্তিক জনপ্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা ছিল না।

অধ্যায় ৬: সমকালীন মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও গণতন্ত্রের সংঘাত

৬.১ ভূমিকা

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও গণতন্ত্র নিয়ে তীব্র দ্বন্দ্ব বিরাজ করছে। একদিকে পশ্চিমা প্রভাবিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে ইসলামপন্থীরা শরিয়াহভিত্তিক খেলাফত প্রতিষ্ঠার দাবি তুলে আসছে। এই দ্বৈত চিন্তাধারা সংঘাতকে অনিবার্য করে তুলেছে।

৬.২ আরব বসন্ত ও ইসলামপন্থীদের উত্থান

২০১০-২০১২ সালে **আরব বসন্ত** চলাকালীন মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্রের নামে ইসলামপন্থীদের উত্থান হয়:

- **মিশরে** মুসলিম ব্রাদারহুড নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে
- কিন্তু পশ্চিমা সমর্থিত সামরিক অভ্যুত্থানে মোর্সি সরকারের পতন ঘটে
- এ ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, গণতন্ত্র ইসলামপন্থীদের জন্য টেকসই প্ল্যাটফর্ম নয়

৬.৩ তুরস্কের দোদুল্যমানতা

তুরস্কে:

- **আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র** দীর্ঘদিন ধরে ইসলামের উপর দমনমূলক ছিল
- এরদোগান ইসলামপন্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় আসেন
- তবে পূর্ণ শরিয়াহ বাস্তবায়ন নয়, বরং আধা-ইসলামী জাতীয়তাবাদ প্রচলিত

এটি প্রমাণ করে, গণতন্ত্রে শরিয়াহ পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়

৬.৪ পাকিস্তানের দ্বৈত চরিত্র

- পাকিস্তানের সংবিধানে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম, কিন্তু রাষ্ট্রচালিত হয় গণতন্ত্র দ্বারা
- আইনসভা ও আদালত অনেক সময় ইসলামবিরোধী আইন প্রণয়ন করে
- একদিকে ইসলাম, অন্যদিকে গণতন্ত্র— এ দ্বৈত ধারায় প্রকৃত শরিয়াহ বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত

৬.৫ গণতন্ত্র ও ইসলামপন্থীদের দমন

পশ্চিমা প্রভাবিত রাষ্ট্রসমূহে দেখা যায়:

- ইসলামপন্থীদের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হলেও ক্ষমতায় থাকতে দেওয়া হয় না
- গণতন্ত্র তখনই 'গ্রহণযোগ্য', যখন ইসলামকে পাশ কাটিয়ে চলে

উদাহরণ:

- আলজেরিয়ায় FIS দল নির্বাচনে জয়ী হয়েও সেনা অভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারায় (১৯৯২)
- তিউনিশিয়ায় ইসলামপন্থীদের সীমিত অনুমোদন, তবে পূর্ণ শরিয়াহ নিষিদ্ধ

৬.৬ পশ্চিমা দ্বৈত নীতি

পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো গণতন্ত্রের নামে প্রচার চালালেও:

- তারা শুধুমাত্র "ধর্মনিরপেক্ষ" ও "পশ্চিমঘেঁষা" দলগুলোকে সমর্থন করে
- ইসলামপন্থীদের গণতান্ত্রিক বিজয় তারা কখনোই মেনে নেয় না
- এটি গণতন্ত্রের মৌলিক দ্বিচারিতা প্রকাশ করে

৬.৭ ইসলামপন্থীদের ভুলপথ

কিছু ইসলামপন্থী গণতন্ত্রকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিচ্ছে।

তবে:

- এ পদ্ধতিতে ইসলামকে অনেক ক্ষেত্রেই আপস করতে হয়

- শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা নয়, বরং ‘ধর্মীয় চেহারা’র একটি প্রলেপ বসান।

৬.৮ অধ্যায়ের সারাংশ

মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে চলমান সংঘাত মূলত:

- আদর্শগত দ্বন্দ্ব
- রাজনৈতিক বাস্তবতা
- পশ্চিমা হস্তক্ষেপ
- ইসলামপন্থীদের আপসনীতি

এই অধ্যায়ে প্রতীয়মান হয়— গণতন্ত্র মুসলিম সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে বরং শরিয়াহভিত্তিক খেলাফতই ইসলামের স্বাভাবিক রাষ্ট্রব্যবস্থা।

অধ্যায় ৭: ইসলাম ও গণতন্ত্র প্রসঙ্গে সমকালীন আলেমদের মতামত

৭.১ ভূমিকা

সমকালীন যুগে গণতন্ত্র সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ একে ইসলামের পরিপন্থী বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন, আবার কেউ কিছু শর্তসাপেক্ষে গণতন্ত্রকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে দেখেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন শ্রেণির আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করবো।

৭.২ গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ হারাম মনে করেন যারা

মাওলানা আসিম উমর, শাইখ আনোয়ার আল-আউলাকি, শাইখ মাকদিসি প্রমুখ গণতন্ত্রকে তাগূতের শাসন হিসেবে অভিহিত করেছেন।

তাদের যুক্তি:

- গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব জনগণের, ইসলামে তা একমাত্র আল্লাহর
- আইন প্রণয়নের অধিকার জনগণের, যা শিরক
- তাগূতের শাসনের প্রতি রাযী হওয়াও কুফরি

প্রমাণস্বরূপ আয়াত:

"তারা কি আল্লাহ ছাড়া শরীক নির্ধারণ করেছে যারা এমন বিধান করে যা আল্লাহ অনুমোদন করেননি?" (সূরা আশ-শূরা: ২১)

৭.৩ গণতন্ত্রকে 'মাধ্যম' হিসেবে বিবেচনাকারীরা

আবু আলা মওদুদী, ইউসুফ আল-কারজাভী, রশীদ রেজা প্রমুখ গণতন্ত্রকে একপ্রকার 'ইসলামী মাধ্যম' হিসেবে গ্রহণ করেছেন—তবে শর্তসাপেক্ষে।

তাদের যুক্তি:

- সরাসরি শরিয়াহ বাস্তবায়ন সম্ভব না হলে গণতন্ত্রকে একটি স্ট্র্যাটেজিক উপায় হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে
- জনমতের মাধ্যমে ইসলামপন্থীদের শক্তি অর্জন করলে এক সময় শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা সম্ভব

সমালোচনা:

এই পন্থায় ইসলামের অনেক মূলনীতি জলাঞ্জলি দিতে হয়; যেমন নারী নেতৃত্ব, ধর্মনিরপেক্ষতা মেনে নেওয়া, পশ্চিমা সমর্থন লাভের জন্য আপস ইত্যাদি।

৭.৪ নিরপেক্ষ সমালোচক আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গি

কিছু আলেম গণতন্ত্রকে একেবারে 'কুফরি' না বললেও এর ভেতর ইসলামের বিরোধীতা স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন।

শাইখ আলবানী (রহ.), শাইখ বিন বায, শাইখ উছাইমীন (রহ.) গণতন্ত্রকে শরিয়াহ পরিপন্থী ও বিভ্রান্তিকর বলে মনে করেছেন। তারা বলেন:

- মুসলমানদের উচিত তাওহীদভিত্তিক খেলাফতের পথে ফিরে যাওয়া
- ইসলামী শাসনব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর নয়, বরং শরিয়াহর উপর নির্ভরশীল

৭.৫ উপমহাদেশীয় আলেমদের অবস্থান

দারুল উলুম দেওবন্দ, জামিয়াতে উলুমুল ইসলামিয়া বান্দি, হাটহাজারী মাদ্রাসা, লালবাগ প্রভৃতি ধারার বহু আলেম গণতন্ত্রকে অস্বীকার করেছেন।

মাওলানা আজিজুর রহমান বলেন:

"গণতন্ত্র ইসলামের বিরোধী জীবনব্যবস্থা। এটি আল্লাহর হুকুমকে অস্বীকার করে মানুষের হুকুম প্রতিষ্ঠা করে।"

৭.৬ রাজনৈতিক ইসলামপন্থীদের দ্বৈতনীতি

- তারা মুখে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বললেও গণতন্ত্রকে পূর্ণ গ্রহণ করে
- এক সময় তারা ইসলামকেও গণতান্ত্রিক রূপে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে
- এতে ইসলাম তার মৌলিকতা হারায়

৭.৭ অধ্যায়ের সারাংশ

সমকালীন আলেমদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশ বিদ্বান গণতন্ত্রের মূলনীতি ও ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের মধ্যে গভীর দ্বন্দ্ব দেখেছেন।

- কেউ সরাসরি হারাম বলেছেন
- কেউ প্রয়োজনের খাতিরে গ্রহণযোগ্য বলেছেন
- আবার কেউ এটিকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষণস্থায়ী কৌশল হিসেবে বিবেচনা করেছেন

তবে সর্বসম্মত বিষয় হলো— গণতন্ত্র ইসলামি খেলাফতের বিকল্প নয় এবং শরিয়াহ ভিত্তিক শাসনই ইসলামের প্রকৃত চাহিদা।

অধ্যায় ৮: ইসলামী খেলাফত বনাম গণতন্ত্র — তুলনামূলক বিশ্লেষণ

৮.১ ভূমিকা

ইসলামী শাসনব্যবস্থা এবং আধুনিক গণতন্ত্র— উভয়েই শাসনব্যবস্থার মডেল হলেও আদর্শ, উৎস, কাঠামো ও উদ্দেশ্যে এরা একে অপরের বিপরীত। এই অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে খেলাফত ও গণতন্ত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করবো।

৮.২ সার্বভৌমত্ব: আল্লাহ বনাম জনগণ

বিষয়	খেলাফত	গণতন্ত্র
সার্বভৌমত্ব	কেবল আল্লাহর	জনগণের (জনসার্বভৌমত্ব)
আইন উৎস	কুরআন ও সুন্নাহ	মানুষের রায় ও সংসদ
প্রভাব	আখিরাতমুখী	পার্থিব উন্নয়নকেন্দ্রিক

কুরআনের দলিল:
"হুকুম কেবলমাত্র আল্লাহর।" (সূরা ইউসুফ: ৪০)

৮.৩ নেতৃত্ব নির্বাচন ও নিয়োগ পদ্ধতি

বিষয়	খেলাফত	গণতন্ত্র
নেতা নির্বাচনের পদ্ধতি	শূরার মাধ্যমে যোগ্যদের সমর্থনে	সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে
নেতৃত্বের যোগ্যতা	তাকওয়া, জ্ঞান, আমানতদারী	জনপ্রিয়তা, রাজনৈতিক কৌশল
নারীদের নেতৃত্ব	নিষিদ্ধ	অনুমোদিত

হাদীস:
"যে জাতি নারীকে শাসক বানায়, তারা সফল হবে না।" (বুখারী)

৮.৪ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ

বিষয়	খেলাফত	গণতন্ত্র

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা	শরিয়াহ ভিত্তিক, আল্লাহর সীমা অপরিবর্তনীয়	সংসদ ইচ্ছেমতো আইন করতে পারে
বিচার ব্যবস্থা	কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে	ধর্মনিরপেক্ষ আইন ও বিচারব্যবস্থা

কুরআন:
"যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা কাফির।" (সূরা মায়েদা: ৪৪)

৮.৫ আদর্শ ও উদ্দেশ্য

বিষয়	**খেলাফত**	**গণতন্ত্র**
মূল উদ্দেশ্য	আল্লাহর দীন কায়েম ও শরিয়াহ বাস্তবায়ন	মানবিক স্বাধীনতা ও পার্থিব কল্যাণ
নীতিমালা	তাকওয়া, ইনসাফ, আদল	মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, মানবাধিকার (ইসলামবিরোধী অর্থে)
রাষ্ট্রধর্ম	ইসলাম	ধর্মনিরপেক্ষতা বা উদারতা

৮.৬ সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ

বিষয়	**খেলাফত**	**গণতন্ত্র**
পর্নোগ্রাফি, সমকামিতা	নিষিদ্ধ	"ব্যক্তিস্বাধীনতা" হিসেবে অনুমোদনযোগ্য
মিডিয়া ও সংস্কৃতি	শরিয়াহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত	স্বাধীনতা ও "মানবাধিকার" যুক্তি দিয়ে সীমাহীন

৮.৭ ফলাফল ও স্থায়িত্ব

বিষয়	**খেলাফত**	**গণতন্ত্র**

রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা	রাসূল (সা.) ও খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে প্রমাণিত	রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, দলাদলি
ন্যায়বিচার	শরিয়াহ ভিত্তিক, ঈমানদার বিচারপতি	রাজনৈতিক প্রভাবিত, পক্ষপাতদুষ্ট

খেলাফত ও গণতন্ত্রের মূল পার্থক্যগুলো হলো:

- **উৎসে:** আল্লাহর বিধান বনাম মানুষের মতামত
- **উদ্দেশ্যে:** দীন কায়েম বনাম পার্থিব সফলতা
- **চরিত্রে:** তাকওয়ার উপর ভিত্তি বনাম জনপ্রিয়তার উপর ভিত্তি
- **নৈতিকতায়:** শরিয়াহনির্ভর বনাম ব্যক্তিস্বাধীনতামূলক

এই তুলনামূলক বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়— ইসলামী খেলাফত একমাত্র সেই শাসনব্যবস্থা যা কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত অনুসারী, যেখানে গণতন্ত্র তার মূলনীতির দিক থেকেই ইসলামের পরিপনথী

উপসংহার

এই থিসিসে আমরা ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে আদর্শিক, নীতিগত ও বাস্তবিক পার্থক্যসমূহ বিশ্লেষণ করেছি। ইসলাম একটি ঐশী জীবনব্যবস্থা, যার ভিত্তি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, কুরআন ও সুন্নাহর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব এবং শরিয়াহভিত্তিক আইনপ্রণয়ন। অন্যদিকে, গণতন্ত্র একটি মানবনির্মিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যা জনগণের সার্বভৌমত্ব, সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মানবকেন্দ্রিক আইন প্রণয়নের ধারণার উপর ভিত্তি করে গঠিত।
গবেষণায় দেখা গেছে, ইসলামের মূলনীতি ও গণতন্ত্রের মৌলিক দর্শন পরস্পরবিরোধী। ইসলামে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেবল আল্লাহর, অথচ গণতন্ত্রে তা মানুষের হাতে। ফলে ইসলামি শাসনব্যবস্থার সাথে গণতান্ত্রিক কাঠামোর একটি আদর্শিক সংঘাত বিদ্যমান।

গবেষণার মূল ফলাফল

1. **আদর্শগত দৃষ্টিকোণ থেকে:** ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে আপস সম্ভব নয়, কারণ উভয়ের মূল ভিত্তি একে অপরের বিপরীত।

2. **বাস্তবিক প্রেক্ষাপটে:** অনেক মুসলিম দেশ আপাতদৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক কাঠামো মেনে চললেও, তারা ইসলামি মূল্যবোধকে সংবিধানে স্থান দেয়ার চেষ্টা করেছে। এতে দ্বৈত চরিত্রের রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, যা সংকটময় ও অনির্দিষ্ট।

3. **রাজনৈতিক অঙ্গনে:** ইসলামপন্থী দল ও আন্দোলনসমূহ গণতন্ত্রকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করলেও বাস্তবতা প্রমাণ করেছে যে এটি তাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদে টেকসই ও ফলপ্রসূ নয়।

4. **ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা:** একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, দাওয়াতি কাজ এবং শান্তিপূর্ণ সমাজবিনির্মাণ।

সুপারিশসমূহ

1. **শিক্ষাক্ষেত্রে ইসলামি আদর্শ প্রচার:** মুসলিম সমাজে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার পরিবর্তে তাওহীদভিত্তিক রাষ্ট্র ধারণা গড়ে তোলা।

2. **দাওয়াত ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন জোরদার:** চিন্তাশীল শ্রেণিকে ইসলামের শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবহিত করা।

3. **রাজনৈতিক কৌশলে সতর্কতা:** ইসলামি আন্দোলনসমূহ যেন গণতন্ত্রকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করলেও আদর্শিক আপস না করে।

4. **একটি সুসংগঠিত উম্মাহ গঠন:** জাতি, ভৌগোলিক সীমা ও দলীয় বিভক্তির ঊর্ধ্বে উঠে একটি ঐক্যবদ্ধ ইসলামি সমাজ গড়ার চেষ্টা করা।

শেষ কথা

ইসলাম কোনো মতাদর্শ নয়, এটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। আর গণতন্ত্র মূলত একটি রাজনৈতিক মতবাদ, যা মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তাই ইসলাম ও গণতন্ত্রের সংঘাত কোনো সাময়িক বা কৌশলগত নয়, বরং তা গভীর আদর্শিক দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো: আল্লাহর নির্দেশিত পথে ফিরে যাওয়া এবং তাঁর দেওয়া জীবনবিধান বাস্তবায়নে সম্মিলিত প্রয়াস চালানো।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের কে আল্লাহ র জমিনে আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যাবসথা ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার তৌফিক দান করুন। কোনো মনুষ্য মতবাদের ভিথিতে নয়, বরং আল্লাহর বাতলে দেওয়া দাওয়াহ,ঈদাদ ও জিহাদের মাধ্যমে আর রাসুলের সুননাহর আলোকে।এ পথে আমাদের চেষ্টা,প্রচেষ্টা কে আল্লাহ কবুল করুন, আমিন! ইয়া রববাল আলামিন!!!

রেফারেন্স

[1]. ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কথা, পৃঃ ৩৬৫।

[2]. মোঃ মকসুদুর রহমান, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা, পৃঃ ৭৬।

[4]. সৈয়দ মকসুদ আলী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পৃঃ ২৮৫।

[5]. ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, পৃঃ ৩৭৪।

[6]. ঐ, পৃঃ ৩৭৩।

[7]. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, গণতন্ত্র বনাম ইসলাম, আহলেহাদীছ যুবসংঘ স্মারক গ্রন্থ-২০১১, গৃহীত মাজাল্লাতুল আছালাহ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ২৪।

[8). আল-জিহাদ ওয়াল ইজতিহাদ, পৃঃ ১০৩-১০৪।

[9]. ইসলামী খিলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, পৃঃ ৩৮।

[10]. মালফূজাতে থানভী, পৃঃ ২৫২।